৯০

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB. 24. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৮ ......

মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদবী বহাল রাখা হোক

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসা-প্রধানদের পদবী প্রিন্সিপালের পরিবর্তে সুপার লেখা সংক্রান্ত সম্প্রতি জারিকৃত সার্কুলারকে স্ববিরোধী, অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর বলে অবহিত করেছে এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, সরকারের বিভিন্ন কমিটি-কমিশনের রিপোর্টে এবং সরকারী জিও-তে ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসা প্রধানদের প্রিন্সিপাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গত প্রায় ২০ বছর ধরে অনুসৃত এই নীতি-ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রিন্সিপাল ও শিক্ষকদের পদ বিন্যাস, বেতন-ভাতা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, মঞ্জুরি, পরিদর্শন ইত্যাদি পরিচালিত হয়ে আসছে। হঠাৎ এত বছর পর এমন কী ঘটলো যে, প্রিন্সিপালের বদলে সুপার লিখতে হবে, তা কারো বোধগম্য নয়। ১৯৭৯ সালে জারিকৃত বেসরকারী মাদ্রাসা শিক্ষকদের চাকরি বিধি ঐ একই বছর প্রকাশিত কাজী আনোয়ারুল হক কমিশনের রিপোর্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯৮৬ সালে জারিকৃত ১৯৬ নং জিও অনুযায়ী প্রণীত দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন স্কেলসংক্রান্ত নীতিমালা প্রভৃতিতে ফাজিল মাদ্রাসা প্রধানদের প্রিন্সিপাল বলা হয়েছে। এছাড়া ১৯৮৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও নবায়নসংক্রান্ত নীতিমালা ১৯৯৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত ৩৯৬ নং জিও সূত্রে জারিকৃত বেসরকারী মাদ্রাসার জন্য প্রযোজ্য জনবল কাঠামো ইত্যাদিতে ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসা প্রধানদের প্রিন্সিপাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রিন্সিপালকে সুপার করা সংক্রান্ত সার্কুলারটি যে কেবল স্ববিরোধী, অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর তাই নয়, অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অপমানজনকও বটে। এই সার্কুলারের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার অবমূল্যায়নের এবং প্রিন্সিপালকে অমর্যাদা করার প্রবণতা স্পষ্ট। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়, ফাজিল মাদ্রাসায় সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার বিএ এবং আলিম মাদ্রাসায় এমএ পর্যায়ের লেখাপড়া হয়ে থাকে। এছাড়া এসব মাদ্রাসার 'ইসলামী' ও 'সাধারণ' বিষয়ের শিক্ষকগণ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী। সুতরাং যে কোনো বিবেচনায় ফাজিল ও আলিম মাদ্রাসার প্রধানের পদ প্রিন্সিপালই হওয়া উচিত ও সঙ্গত, সুপার নয়।

মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কি এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কতটা অনুকূল তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, একটি মহল সুপরিকল্পিতভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা সংকোচনের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে সাধারণ প্রাইমারী ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার মধ্যে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যের কথা উল্লেখ করা যায়। সাধারণ প্রাইমারী শিক্ষাসহ প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা প্রদানের জন্য এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলগুলো সরকারের তরফ থেকে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে এবতেদায়ী মাদ্রাসা তা পাচ্ছে না। এছাড়া একটি মহল তো আগাগোড়াই মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা করে আসছে। মাদ্রাসাগুলোতে 'সন্ত্রাসী' তৈরী হয় বলে ইদানীং এই মহল থেকে জোর প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। অবশ্য তাদের এই অভিমত জনগণ পর্যায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এ কথা বলা বাহুল্য, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যে কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা তাই নয়, এটি বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থাও বটে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়ন ও উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের দাবী বহু দিনের। এই দাবী বাস্তবায়নের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে খোদ এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে উপেক্ষা বা এর মর্যাদাহানির যে কোনো অপচেষ্টা একাধারে অনভিপ্রেত ও দুর্ভাগ্যজনক। এমতাবস্থায় মাদ্রাসা প্রধানের প্রচলিত ও স্বীকৃত পদবী পরিবর্তনের উদ্যোগকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নেয়ার কোন অবকাশ থাকে না। বর্তমান সরকারের তরফ থেকে অনেকে মাদ্রাসা শিক্ষা মর্যাদায় বহাল রাখার অঙ্গীকার প্রকাশ করেছেন। এই অঙ্গীকারের সঙ্গে মাদ্রাসা-প্রধানের পদ পরিবর্তনের উদ্যোগ সঙ্গতিশীল নয়। আমরা আশা করবো, মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল মহলের এবং সর্বোপরী জনগণের অভিপ্রায় বিবেচনা করে অবিলম্বে কথিত সার্কুলারটি প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।